যুগান্তর

তারিখ ১৭ JUN 2015
পৃষ্ঠা ৮৭ কলাম ৬

১৫ কলেজে ভর্তি আবেদনে জালিয়াতি : শোকজ

আবেদনের সময় বাড়ছে

যুগান্তর রিপোর্ট

একাদশ শ্রেণীর ভর্তির আবেদন প্রক্রিয়ায় জালিয়াতি ও প্রতারণাকারী ১৫ কলেজের বিরুদ্ধে চার ধরনের ব্যবস্থা নেয়ার চিন্তাভাবনা চলছে। অপরাধের ধরনের ওপর প্রয়োগ করা হবে এ শাস্তি। এগুলো হচ্ছে— জালিয়াতির দায়ে অভিযুক্ত কলেজকে এবার ছাত্রছাত্রী ভর্তি করতে দেয়া হবে না। যেসব কলেজ এমপিও পায়, তাদের সেই সুবিধা স্থগিত করা হবে। প্রতারণার দায়ে তথ্যপ্রযুক্তি আইনে মামলা এবং কলেজের অনুমোদন বাতিলের মতো শাস্তিও রয়েছে বিবেচনায়। শিক্ষা মন্ত্রণালয় এবং বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ডের দায়িত্বশীল সূত্র এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

এদিকে মঙ্গলবার রাত পর্যন্ত প্রায় ৯ লাখ ২৬ হাজার ৯৪৪ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য অনলাইন ও এসএমএস পদ্ধতিতে আবেদন করেছে। তবে একজনে একাধিক আবেদন করায় মোট আবেদনের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২৬ লাখ ১১ হাজার ৮২১টি। আবেদন প্রক্রিয়া আগামীকাল শেষ হওয়ার কথা থাকলেও ২১ জুন পর্যন্ত সময় বাড়ানোর চিন্তাভাবনা রয়েছে শিক্ষা বোর্ডগুলোর। প্রতারণার শিকার শিক্ষার্থীরা যাতে নতুন করে আবেদনের সুযোগ পায়, সেজন্য এ সময় বৃদ্ধি করা হবে বলে বোর্ড সূত্র জানিয়েছে। তবে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে আলোচনার ভিত্তিতে বিষয়টি চূড়ান্ত করা হবে। এ বিষয়ে জানতে চাইলে শিক্ষাসচিব নজরুল ইসলাম খান মঙ্গলবার রাতে যুগান্তরকে জানান, যেসব কলেজ এবার অনলাইন ভর্তিতে প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছে, তাদের আমরা কঠোর শাস্তি দেব।

একাদশ শ্রেণীর ভর্তির জন্য প্রথমবারের মতো এবারই অনলাইনে আবেদন করার সুযোগ দিয়েছে সরকার। একজন শিক্ষার্থী নিজের রোল, পরীক্ষার সন ইত্যাদি দিয়ে পছন্দমতো সর্বোচ্চ ৫টি কলেজে ভর্তির জন্য আবেদন করতে পারবে। কিন্তু একশ্রেণীর কলেজ প্রতারণা ও জারিয়াতির আশ্রয় নিয়ে ছাত্রছাত্রীদের নামে নিজেরাই আবেদন করে দিচ্ছে। এর ফলে তারা পছন্দের কলেজে ভর্তি হতে পারছে না। ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের প্রধান সিস্টেম অ্যানালিস্ট মনজরুল কবীর জানান, মঙ্গলবার পর্যন্ত তারা ১৫টি কলেজের বিরুদ্ধে এ ধরনের ২ সহস্রাধিক অভিযোগ পেয়েছেন। আমরা এরই মধ্যে এসব শিক্ষার্থীর আবেদন বাতিল করে দিয়েছি।

তবে বাস্তবে অভিযুক্ত কলেজের সংখ্যা আরও বেশি বলে জানা গেছে। শুধু ঢাকা বোর্ডেরই ২৩টি কলেজের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ রয়েছে। একশ্রেণীর বাণিজ্যিক কলেজ এবং স্কুল ও কলেজের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ বেশি। তবে এ ক্ষেত্রে রহস্যজনক কারণে অর্থের দিক থেকে শক্তিশালী কলেজগুলোকে বোর্ডগুলো ছাড় দিচ্ছে বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন— উত্তরার মাইলস্টোনসহ বেশ কয়েকটি কলেজের বিরুদ্ধে এমন অভিযোগ করেছে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। কিন্তু ঢাকা বোর্ড এগুলোকে বাদ দিয়ে উত্তরার দক্ষিণখানের মোল্লার টেক উদয়ন স্কুল ও কলেজ, টঙ্গীর সাহাজউদ্দিন সরকার স্কুল ও কলেজ, টঙ্গী সিটি কলেজ, উত্তরার মাইলেশিয়ান কলেজ, নারায়ণগঞ্জ গার্লস স্কুল ও কলেজ এবং নরসিংদীর সাতিরপাড়া কেকে ইন্সটিউট স্কুল ও কলেজকে শোকজ করা হয়েছে। এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করলে ঢাকা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ড. আশফাকুস সালেহীন যুগান্তরকে বলেন, যাদের শোকজ করেছি, তাদের বাইরে আরও বেশ কয়েকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নজরদারিতে রয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে প্রমাণ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অ্যাকশনে যাব আমরা।

এবার একাদশ শ্রেণীর ভর্তি কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করছে ঢাকা বোর্ড। বুয়েটের সহযোগিতায় পরিচালিত হচ্ছে এ ডিজিটাল ভর্তি কার্যক্রম। এসব বিষয়ে ঢাকা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক আবু বক্কর সিদ্দিক বলেন, শিক্ষার্থীদের অভিযোগ যাচাই-বাছাই শেষে যাদের শোকজ করা হয়েছে, তারা এখন শোকজের জবাব দেবে।